2985

To inspectors
The Officer in-charge
Alipurduar Women P.S
Alipurduar Suppose has

Bhowari ও< বিষয় ঃ এজাহার

অভিযোগকারিনী

শ্রীমতি সুপনা দাস (ভৌমিক)
খামী ঃ শ্রী সায়ন্তন ভৌমিক
অভিযোগকারিনীর পিতা ঃ
শ্রী নিমাই দাস
বর্তমান সাকিন
গ্রাম ও ডাক ঃ ধলপল
খানা ঃ তুফানগঞ্জ
জেলা ঃ কোচবিহার

Story of story of the state of

আসামীগণ

শ্রী সায়য়য়ন ভৌমিক
পিতা ঃ শ্রী সমীর রঞ্জন ভৌমিক

Date: 27/07/2022

খী সমীর রঞ্জন ভৌমিক
 পিতা ঃ অজ্ঞাত

গ্রী মতি রয়া ভৌমিক
 স্বামী ঃ সমীর রঞ্জন ভৌমিক

শ্রীমতি অমিতা দে (ভৌমিক)
 শ্বামী শ্রী স্বপন দে
 সকলের সাকিন শিববাড়ি
 চেচাখাতা (পালপাড়া)
 ডাকঃ আলিপুরদুয়ার জংশন
 খানা ও জেলাঃ আলিপুরদুয়ার

৫) শ্রী অশোক চৌধুরী
 পিতা ঃ অজ্ঞাত

 ৬) চুম্পা ওরফে তুতন চৌধুরী স্বামী শ্রী অশোক চৌধুরী

৫ নং ও ৬ নং সাকিন দুধিয়া কলোনী ভাক ঃ আলিপুরদুয়ার জংশন থানা ও জেলা ঃ আলিপুরদুয়ার

৭) রুমা ভৌমিক
 সামী ঃ মৃত অজিত ভৌমিক (বাদু)

চ) রঞ্জিত ভৌমিক

 পিতা ঃ অজ্ঞাত

 ৭ নং ও ৮ নং সাকিন শিববাড়ি

 চেচাখাতা (পালপাড়া)

 ডাক ঃ আলিপুরদুয়ার জংশন

 থানা ও জেলা ঃ আলিপুরদুয়ার

মহাশ্য,

বিনিত নিবেদন এই যে, আমি অভিযোগকারিনী অদ্য থানায় আসিয়া এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, ১ নং আসামী আমার স্বামী, আমার স্বামী একজন বিত্তবান ব্যবসায়ী, ২ ও ৩ নং আসামী আমার শৃশুর ও শা এড়ি, ৪ নং আসামী আমার পিসি শাশুড়ি, ৫ নং আসামী আমার মেসো শৃশুর, ৬ নং আসামী আমার মাসি শাশুড়ি, ৭ নং আসামী আমার কাকি শাশুড়ি ও ৮ নং আসামী আমার কাকা শৃশুর বটে । ১ নং আসামীর সহিত গত ইংরাজী ৩০/০১/২০১৯ তারিখে আমার হিন্দু শাস্ত্র মতে বিবাহ হয় এবং পরবর্তীকালে ১৩/০৩/২০১৯ তারিখে উক্ত বিবাহ রেজিট্র হয়, বিবাহের সময় আমার দরিত্র পিতা যৌতুক হিসাবে সাড়ে সাত ভড়ি সোনার গহনা, গোদরেজ আলমারি, খাট, বিছানাপত্র ও অন্যান্য আসবাবপত্র প্রদান করে।

Contd. P/2

বিবাহের পর আলিপুরদুয়ার জংশন স্থিত শিববাড়ি কলোনী (পালপাড়া) স্বামী গৃহে যাইয়া স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাস করিতে থাকা অবস্থায় বিবাহের এক দেড় মাস পর হইতে লক্ষ্য করি আমার স্বামী মদ্যপান করিয়া প্রায়শই আমাকে মারধর করিত এবং পিতৃ গৃহ হইতে তাহার ব্যবসা করিবার জন্য অর্থ আনিতে চাপ দিত। আমি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় ১, ২, ৩ নং আসামী একজোটো আমাকে শারিরীক ও মানসিক অত্যাচার করিত এবং ১ নং আসামীকে অন্যান্য সকল আসামীগণ আমাকে অত্যাচার করিতে প্ররোচনা দিতেন।

বিবাহের আনুমানিক ৪ মাস নাগাদ আমি অন্তঃসত্তা হই এবং আমি যখন আনুমানিক ও মাসের অন্তঃসত্তা তখন আমাকে মারধর করত ও মানসিক অত্যাচার করিত, গত ইংরাজী ২০২১ সালের অস্টোবর মাসের লক্ষী পুজার দিন ১ নং আসামী আমাকে গলা টিপিয়া এবং গলায় গামছার ফাঁাস দিয়া সিলিং ফ্যানের সাহিত ঝুলাইয়া আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে । আমার চিংকারে ২ নং আসামী আসিয়া আমার প্রান রক্ষা করে । সমস্ত আসামীরা একজোটে আমাকে শারিরীক ও মানসিক অত্যাচার করিয়া এবং মিখ্যা পাগল সব্যস্ত করিয়া আমাকে বাড়ি হইতে জোরপূর্বক বাহির করিয়া দেবার চেষ্টা করিত । ৫, ৬, ও ৭ নং আসামীগণ একজোটে আমার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে আমাকে অত্যাচার করিতে প্ররোচিত করিত । ৮ নং আসামী আমাকে খুন করিয়া গুম করে দেবার প্রতিনিয়ত ছমকি দিত তৎসহ আমার পিতা মাতাকেও খুন করিয়া গুম করে দেবার ছমকি দিত । আমি বিভিন্ন সময় আমার পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকৈ ফোন মারফত ও সাক্ষাতে সকল ঘটনা সবিস্তারে জানাইতাম ।

ইতিমধ্যে গত ইংরাজী ২৭/০১/২০২০ তারিখে আমার একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করে যাহার বর্তমান বয়স আড়াই বছর । উপরোক্ত আসামীদের দ্বারা অত্যাচারিত হইবার বিষয়ে গত ইংরাজী ১৩/০৩/২০২১ তারিখে আলিপুরদুয়ার Family Councelling Centre (DAMRI) দপ্তরে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিয়াছিলাম ।

কন্যা সান্তান জন্যাইবার পর লক্ষ্য করি যে আমার স্বামী ড্রাগ সেবনে আসক্ত ও ড্রাগ ব্যবসায় জড়িত এবং অস্থৃতভাবে লক্ষনীয় যে অন্যান্য আসামীগণ এই ব্যাপারে ১ নং আসামীকে উৎসাহ প্রদান করিত। আমি উপরোক্ত বিষয়ে আপত্তি করিলে গত ইংরাজী ২৫/১১/২০২১ তারিখে আনুমানিক সাড়ে যোল ভড়ি সোনার গহনা (যাহা বিবাহের সময় বাপের গৃহ ও বিভিন্ন আত্রীয় স্বজন হইতে আশীর্বাদ হিসাবে প্রাপ্ত) ও আসবাবপত্র সহ সকল কিছু আটক করিয়া দেড় বছরের কন্যা সহ স্বামী গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। নিকপায় ও দিগবিদিক শুন্য ইইয়া আমি আমার পিতৃ গৃহে আগ্রয় নেই। আনুমানিক আট মাস পূর্বে আমার স্বামীর অসুস্থতার খবর পাইয়া তাহার সেবাযত্র করিতে গেলে সকল আসামীগণ আমাকে স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিতে বাধা দেয় ও গালিগালাজ করিয়া স্বামীর গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয় এবং সেইদিন হইতে পিতৃ গৃহে আগ্রয় লইয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্রীয় স্বজন সহযোগে মীমাংসা করার চেষ্টা করি। কিছু সকল আসামীগণ আমার পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্রীয় স্বজনকে জানিয়ে দেয় আমাকে স্বামী গৃহে গোনদিন প্রবেশ করিতে দিবে না।

উপরোক্ত বিষয়ে আমি অপেক্ষামান ছিলাম যে মীমাংসার মাধ্যমে সমাধান হইয়া স্বামীর সংসার করিতে পারিব কিতৃ যথেষ্ট সময় অপেক্ষার পর মীমাংসা সন্তব নয় বোঝার পর আমি এজাহ্যরের সিদ্ধান্ত নিলাম । যাহার দরুন এজাহার করিতে বিলম্ব হইল ।

এই অভিযোগ আমার কথামতো লেখা হইয়াছে এবং আমাকে পাঠ করিয়া শোনাইবার পর আমি স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করিলাম।

নিবেদন ইতি

স্থাপনি স্পাস (লিডিফিফা)
(শ্রীমতি সুপর্না দাস (ভৌমিক))
মোবাইল নং- ৮৯২৭৮৬৪৩৫১

27 • 0.7 • 22